

# ডাকসু নির্বাচন তবে সুদূরপরাহত

ডাকসু বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ভবন আছে। কার্যালয় আছে। আছে ক্যাফেটারিয়ান। কর্মচারীও আছে। কিন্তু সেই ছাত্র প্রতিনিধি। অনেক ছাত্রই জানে না এই কার্যালয়টি কি কাজে ব্যবহার হয়। বছর বছর ছাত্ররা ডাকসু ফি দিয়ে আসছে। অথচ ডাকসু বলে কিছু নেই। এমন অবস্থা গত ২৭ বছর ধরেই চলে আসছে। শুধু ডাকসু নয়, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনও হচ্ছে না এই সময় ধরে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল উপলক্ষ হচ্ছে তার শিক্ষার্থী। আর তাদের কথা বলার জায়গা হচ্ছে ছাত্র সংসদ। ক্লাস প্রাণের বাইরে ছাত্র সমাজের সুকুমার বৃত্তির চর্চাসহ, সংস্কৃতি, ক্রীড়া চর্চার ক্ষেত্রটি এখন আর দৃশ্যমান নয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সিনেট, সিন্ডিকেট, ডিন; শিক্ষক সমিতি, অফিসার সমিতি, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী নির্বাচন হয়ে আসছে নিয়মিত। শুধু হয় না ছাত্র সংসদ নির্বাচন। কিন্তু কেন হচ্ছে না, তা নিয়ে সবাই যে মাথা ঘামায় তা নয়। পাকিস্তান যুগে, এমনকি সামরিক শাসনামলেও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত ছাত্র সংসদ নির্বাচন হতো। গত শতকের ১৯৯০ সালে শেষ নির্বাচন হয়েছিল। এরপর আর নির্বাচন হচ্ছে না গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবহার এই যুগে। একুশ শতকের শিক্ষার্থীদের

ভূমিকা ও গুরুত্ব অপরিসীম। ডাকসুর নেতৃত্বেই বায়ারর ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিল। বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, একাত্তরের মুক্তযুদ্ধসহ সব গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ডাকসুর ভূমিকা ছিল অপরিসীম। ডাকসুর নেতারা আজ দেশের রাজনীতিতে শীর্ষ পর্যায়ে। বাংলাদেশের ইতিবাচক ছাত্র আন্দোলন দীর্ঘদিন ধরে চলে এসেছে। সৃষ্টি করেছে ঐতিহ্য এবং তা রাজনীতির আদর্শবাদী ধারায়, এমনটাই বলা হয়। ডাকসুকে বলা হতো দেশের 'দ্বিতীয় পার্লামেন্ট'। এদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ডাকসুর এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। বসন্ত বাঙালীর স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনে ডাকসুর ভূমিকা রাজনৈতিক দলগুলোর চেয়ে কম নয় বরং কোন

প্রাতিষ্ঠানিকতা চাওয়া হচ্ছে না। যদি ছাত্র রাজনীতির প্রয়োজনীয়তা না থাকত, তবে ছাত্র সংসদেরও প্রয়োজন হতো না। গত তিন দশকে ছাত্র রাজনীতির চারিত্রিক ও গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে। সামরিক জাভা শাসকরা ছাত্র সমাজকে নিয়ন্ত্রিত রাখার জন্য নানা কলাকৌশল অবলম্বন করেছে। ডাকসুর নির্বাচিত এক জিএস তো বিরাশি সালে জাভা শাসকের সঙ্গে ভিড়ে মস্তি হয়েছিল। তাকে সেদিন ক্যাম্পাসে অবাস্তব যোগা করা হয়েছিল। গত শতকের পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর ও আশির দশকে ছাত্র রাজনীতি যে অবস্থানে ছিল, আজকে আর তা নেই। সে সময় ছাত্রনেতারা যে সম্মান পেতেন, এখন তারা আর সেই সম্মান অর্জন করতে পারেন না। ছাত্র রাজনীতিকেও জনগণ সহজ ও ইতিবাচক দৃষ্টিতে

## জাফর ওয়াজেদ

কাছে ছাত্র সংসদ কি এবং কেন প্রয়োজন, সে বিষয়টি ধরা দেয় না। যাদের জন্য শত শত কোটি টাকা ব্যয় করে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছে। সেই শিক্ষার্থীদের অধিকার নিয়ে কথা বলার পরিষদ ছাত্র সংসদ নেই। এই না থাকার ফলে শিক্ষাঙ্গণের স্বাভাবিক বিকাশের পথে পথে নানা অন্তরায় কাজ করছে।

সারাদেশে এ বছর দ্বিতীয়বারের মতো স্কুল পর্যায়ে 'কেবিনেট' নির্বাচন হয়েছে। স্কুল জীবনেই শিক্ষার্থীরা গোপন ব্যালটে ভোটদানের মাধ্যমে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করছে। একই সঙ্গে শিচ্ছে গণতন্ত্রের চর্চা করা। অর্জন করছে নেতৃত্ব প্রদানের গুণাবলী। কিন্তু এরই যখন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবে, কি দেখবে তারা? দেখবে সেখানে-ছাত্র সংসদ নেই, ছাত্র প্রতিনিধি বলে কিছু নেই; নির্বাচনও হয় না। তখন তাদের পূর্বে অর্জিত চর্চার বিকাশ ঘটবে কিভাবে? দেশ ও জাতিকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য তারা আর নিজেকে তৈরি করতে পারবে না। দেশের কলেজ- বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে ছাত্র সংসদ নির্বাসিত আজ। এই এক বন্ধ্য সময় ছাত্র সমাজের জন্য। ঢাকাসহ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজগুলোতে দীর্ঘ সময় ধরে ছাত্র প্রতিনিধি না থাকার ফল কি দাঁড়িয়েছে। সে নিয়ে কোন গবেষণা কাজও নেই। ছাত্ররাও যে নির্বাচন নিয়ে খুব আগ্রহী, তেমনটা পরিলক্ষিত হয় না। মাঝে মাঝে ছাত্র সংগঠনগুলো নির্বাচনের দাবি তোলে। কিন্তু সে কণ্ঠ অতি ক্ষীণ। গণতন্ত্র চর্চা, মূল্যবোধকে সমুন্নত করা, ছাত্র সমাজের অধিকার অর্জনের বিষয়গুলো আর প্রকটিত হয় না।

নির্বাচন না হওয়ার কারণে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন ও দাবির বিষয়ে কথা বলার কোন পরিষদ নেই। নির্বাচন নেই বলে মেধাবী নেতৃত্বও আসছে না উঠে। বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব সংস্কৃতিতে সুনাগরিক ও যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তোলার প্রক্রিয়া থমকে আছে। ছাত্র সংসদ না থাকায় সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নেই। সুতরাং ছাত্রদের পক্ষে কথা বলারও কেউ নেই সেখানে। বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ '৭৩-এ অবশ্য ছাত্র প্রতিনিধি থাকার বিধান রাখা হয়েছে। ডাকসু এ প্রতিনিধির নির্বাচক। এটা তো বাস্তব যে, সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধির অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনায় মতামত প্রদান থেকে বঞ্চিত শিক্ষার্থীরা। তাদের সমস্যার কথা তুলে ধরা যাচ্ছে না। সিনেটে বাজেট পাসসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ছাত্র প্রতিনিধিদের মতামত থাকছে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনে ডাকসু থেকে নির্বাচিত পাঁচজন প্রতিনিধির ভোটাধিকার রয়েছে। কিন্তু সেই অধিকারও রহিত অদ্যাবধি। এই অবস্থা বিশ্ববিদ্যালয় ধারণার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এবং সম্পূর্ণ বেমানান। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব যেখানে ছাত্রদের কল্যাণ ও মঙ্গল এবং দেশপ্রেমিক হিসেবে গড়ে তোলা, সেখানে তাদের বিকশিত হওয়ার ক্ষেত্র সঙ্কুচিত করে রাখার অর্থ তাদের 'বনসাই' হিসেবে টিকে রাখা। বাংলাদেশের ইতিহাসই তো বলে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র সংসদের



শিক্ষার্থীদের নির্বাচিত নেতৃত্ব না থাকার কারণেই কোন বিশেষ সঙ্কটের সমাধানে বৈধ কর্তৃপক্ষ পাওয়া যায় না এবং তাই সঙ্কটের সমাধান তো হয়ই না বরং তা কখনও কখনও ঘনীভূত হয়। ছাত্র সমাজের ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ের জন্য হলেও নির্বাচিত ছাত্র প্রতিনিধির আবশ্যিকতা রয়েছে। ছাত্র সমাজের দাবি-দাওয়ার বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কিংবা সরকারের সঙ্গে দর কষাকষির দায়িত্বপ্রাপ্ত কেউ নেই। ছাত্র সংসদবিহীন প্রতিষ্ঠানগুলো মূলত অগণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে

কোন ক্ষেত্রে বেশি। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান তো সংঘটিত হয়েছিল ডাকসুর ভূমিকা তোফায়েল আহমদের নেতৃত্বে। সেদিন সারা পূর্ববঙ্গকে তিনি আলোড়িত করেছিলেন। তার অঙ্গুলির নির্দেশে সারাবাংলার ছাত্রসমাজ নেমে এসেছিল রাজপথে। জেলের তালা ভেঙ্গে মুক্ত করেছিল বঙ্গবন্ধুকে। একাত্তরের মার্চে এই বিশ্ববিদ্যালয়েই প্রথম উত্তোলন করা হয়েছিল বাংলাদেশের পতাকা পাকিস্তানের সামরিক জাভার রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়েও বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ডাকসু তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। আজ যখন দেশের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে সংঘাত-সংঘর্ষসহ বিভিন্ন অপঘটনা প্রত্যক্ষ করতে হয়, তখন ডাকসু নির্বাচনের অপরিহার্যতার কথা আরও বেশি গুরুত্ব পায়।

শিক্ষার্থীদের নির্বাচিত নেতৃত্ব না থাকার কারণেই কোন বিশেষ সঙ্কটের সমাধানে বৈধ কর্তৃপক্ষ পাওয়া যায় না এবং তাই সঙ্কটের সমাধান তো হয়ই না বরং তা কখনও কখনও ঘনীভূত হয়। ছাত্র সমাজের ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ের জন্য হলেও নির্বাচিত ছাত্র প্রতিনিধির আবশ্যিকতা রয়েছে। ছাত্র সমাজের দাবি-দাওয়ার বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কিংবা সরকারের সঙ্গে দর কষাকষির দায়িত্বপ্রাপ্ত কেউ নেই। ছাত্র সংসদবিহীন প্রতিষ্ঠানগুলো মূলত অগণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ছাত্র সংসদ ছাড়া ছাত্র রাজনীতি যে প্রাণহীন, গত দু'দশকের পরিস্থিতি সে কথাই বলে। দেশে ছাত্র রাজনীতি বিদ্যমান রয়েছে অথচ সে রাজনীতির

দেখছে বলে মনে হয় না বরং ছাত্র রাজনীতির প্রতি একটা বীতশ্রদ্ধভাব দেখা যায়। তরুণ ও মেধাবী ছাত্ররা রাজনীতিবিমুখ। সেই স্থান দখল করে নিয়েছে মেধাহীন, চাঁদাবাজ, ধান্দাবাজ, লুটেরা চেতনাধারীরা, যারা ছাত্র রাজনীতিকে অর্থ আয়ের সুগম এক পথ হিসেবে বেছে নিয়েছে। একালের ছাত্রনেতারা লাখ টাকা বাড়ি ভাড়া দেয়, দামী গাড়ি হাঁকায়, হেলিকপ্টার ও বিমানে চড়ে জেলা সফরে যায়। 'অর্থই কেবলম' মন্তব্য তারা আওড়ায়। সস্তাসী ভূমিকায় অবতীর্ণ অনেক ছাত্রনেতা, কেউ কেউ চোরাচালান বা অন্যের হাতের ক্রীড়নক হিসেবে পরিচিত। আদর্শহীন, চরিত্রহীন, অর্থলোভী, মান্তান, চাঁদাবাজ, অস্ত্রবাজ, অর্ধশিক্ষিত, সর্বোপরি সমাজের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকারকরা যখন নেতৃত্বে সমাসীন হয়, তখন কলুষিত হতে বাধ্য ছাত্র রাজনীতি এবং শিক্ষাঙ্গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সচেতন সাধারণ ছাত্রদের নেতৃত্বে আসার সুযোগ বন্ধ থাকার কারণেই ছাত্র রাজনীতি বর্তমান সময়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে কোন ভূমিকা রাখতে পারছে না। এখন দেশে শতাধিক সরকারী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। বেসরকারীগুলোতে তো ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ। ফলে সেখানে গোপনে গোপনে জঙ্গীবাদ মাথাচাড়া দেয়। এসব শিক্ষার্থী সুকুমার বৃত্তি চর্চা থেকে দূরে দূরে অবস্থান করছে।

রাষ্ট্রপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর বা আচার্য আবদুল হামিদ গত মার্চে ক্যাম্পাসে এসে বলেছেন, ডাকসু নির্বাচন দিতেই হবে। এ নির্বাচন না হলে ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব শূন্যতার সৃষ্টি হবে। কিন্তু এই ভাষ্য